করোনা শেখাল গণস্বাস্থ্য পরিকাঠামোর আবশ্যকতা

স্পেন, ইতালি, ফ্রান্সের মতো দেশে বেসরকারি হাসপাতালের রাষ্ট্রীয়করণ করা হয়েছে। ডোনাল্ড ট্রাম্প পর্যন্ত বেসরকারি ও বহুজাতিক উৎপাদন সংস্থাকে গণস্বাস্থ্যের জন্য প্রয়োজনীয় সরঞ্জাম ও চিকিৎসকদের মাস্ক, পোশাক, ওষুধ এবং অন্য সহযোগী দ্রব্য উৎপাদনের জন্য কড়া সামরিক আইন প্রণয়ন করতে বাধ্য হয়েছেন। লিখেছেন ডঃ তাপস চট্টোপাধ্যায়।

রেলের আইসোলেশন কোচ

১৯১৮ সালে প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময় প্রাদুর্ভাব ঘটেছিল স্প্যানিশ ফ্লু-এর। বিশ্বে প্রায় ৫০ কোটি মানুষ ওই ফ্লুতে মারা গিয়েছিলেন। ওই সংখ্যাটি ছিল সেসময় বিশ্বের মোট জনসংখ্যার এক তৃতীয়াংশ। ভারতবর্ষ তখন ব্রিটিশ উপনিবেশের শাসনাধীনে ১৫০ বছর পার করে ফেলেছিল। ওই সময়ে ভারতবর্ষে ১.৮০ কোটি মানুষের মৃত্যু হয়েছিল এই ভয়ঙ্কর মারণ রোগের ছোবলে। সে সময়ে ব্রিটিশ শাসক-শোষকরা স্বাস্থ্য পরিকাঠামো তৈরির জন্য মাথা ঘামাত না। মানুষের মরণ হয়েছে মশা-মাছির মতো বিনা চিকিৎসায়। অবশ্য রাজা, মহারাজা, জমিদার ও উচ্চবিত্ত ব্রিটিশের পদলেহনকারীদের কথা ছিল আলাদা। তাঁরা গোলামির প্রসাদের ছিটেফোঁটায় প্রাণে বেঁচেছিলেন। গণস্বাস্থ্য পরিকাঠামোর আবশ্যকতা প্রথম আমাদের দেশে টের পাওয়া গেল সেই ভয়ঙ্কর শোষণের সময়। ১৯২০ সাল নাগাদ এই অসুখের প্রাবল্য কমে গেলে বিশ্বব্যবস্থায় যুগান্তরকারী সামাজিক পরিবর্তন সূচিত হয়। দেশে দেশে সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী স্বাধীনতা আন্দোলন জয়যুক্ত হতে শুরু করে। বলশেভিক বিপ্লবের প্রেরণায় দেশে দেশে জাতীয় মুক্তি আন্দোলনে উগ্রতা ও জোটবদ্ধ সংহতি এনে দেয়। ভারতেও স্বাধীনতা আন্দোলনে অভূতপূর্ব জনজোয়ার দেখা দিয়েছিল তখন। সমাজতন্ত্র ও গণতন্ত্রের কাঠামোয় দেশে দেশে রাষ্ট্রের খোলনলচে উলটেপালটে গিয়েছিল। তারপর দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সমাপ্তিতেও আমরা গণতন্ত্র ও সমাজতন্ত্রের পক্ষে রাষ্ট্রীয় পরিবর্তন দেখেছি।

কথায় বলে, সংকট জন্ম দেয় সম্ভাবনা ও সৃজনের। মানুষ তখন পথ খোঁজে সমাজবদ্ধ কাঠামোর ভিতরে। খোলাবাজার পিছু হটতে বাধ্য হয় এবং গরিব-মধ্যবিত্ত-শ্রমজীবী মানুষ গণ আন্দোলনের বৃত্তে নেতৃত্বের ভূমিকায় নিজের ন্যায্য অধিকার প্রতিষ্ঠা করেছিল। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর আমরা দেখেছি, পৃথিবীর দেশে দেশে পুঁজিবাদ পিছু হটেছে। গণবন্টন ব্যবস্থা, অন্ন-বস্ত্র-বাসস্থান-শিক্ষায় মৌলিক প্রয়োজন মেটাতে দায়বদ্ধ সরকার দেশে দেশে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে গণতন্ত্র এবং সমাজতান্ত্রিক মূল্যবোধের নিরিখে। ইতিহাস তো এই অভিজ্ঞতা দিয়ে গিয়েছে। কোভিড-১৯ অতিমারির এই অধ্যায়ে যেন ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি চোখে পড়েছে। এই ভয়ঙ্কর সংক্রমণের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার প্রক্রিয়ায় দেশে দেশে দুর্বল ও ভঙ্গুর স্বাস্থ্য পরিষেবার সামাজিকীকরণের এক ব্যাপক কর্মযজ্ঞ শুরু হয়েছে এখন। পুঁজিবাদী উৎপাদন ব্যবস্থার মূলপথ থেকে সরে এসে গণস্বাস্থ্য রক্ষার উপযোগী উপকরণ, যন্ত্র ও সরঞ্জাম, হাসপাতাল ইত্যাদি যুদ্ধকালীন তৎপরতায় নির্মাণ শুরু হয়ে গিয়েছে। স্পেন, ইতালি, ফ্রান্সের মতো দেশে বেসরকারি হাসপাতালের রাষ্ট্রীয়করণ করা হয়েছে। এমনকি, আমেরিকায় ডোনাল্ড ট্রাম্প পর্যন্ত বেসরকারি ও বহুজাতিক উৎপাদন সংস্থাকে গণস্বাস্থ্যের জন্য প্রয়োজনীয় সরঞ্জাম ও চিকিৎসকদের মাস্ক, পোশাক, ওষুধ এবং অন্যান্য সহযোগী দ্রব্য উৎপাদনের জন্য কড়া সামরিক আইন প্রণয়ন করতে বাধ্য হয়েছেন। আক্রান্ত ও ক্ষতিগ্রস্ত মানুষের সাহায্যের জন্য ২ ট্রিলিয়ন ডলার অর্থ মঞ্জুর করেছে আমেরিকার আইনসভা।

রাষ্ট্র এবং তার নিয়ন্ত্রণ ফিরে এসেছে দেশের পরিচালনার প্রত্যেক স্তরে যা পুঁজিবাদী মতাদর্শের সম্পূর্ণ বিপরীত এবং সমাজতান্ত্রিক মূল্যবোধের অন্যতম প্রতীক। চিন, ভিয়েতনাম, কিউবা ও লাতিন আমেরিকার কিছু সমাজতান্ত্রিক দেশের গণস্বাস্থ্য পরিকাঠামো বিষয়ক রাষ্ট্রের যে নীতি ও আইন আছে, তারই ছায়া যেন প্রথম বিশ্বের পুঁজিবাদী দেশগুলিতে চোখে পড়ছে। এই মহামারি প্রমাণ করে দিল, তথাকথিত উন্নত ও শিল্পোন্নত বিশ্বে স্বাস্থ্য পরিষেবা মুষ্টিমেয় কোটিপতি ও অতিধনীদের জন্যই এতদিন সীমাবদ্ধ ছিল। মধ্যবিত্ত এবং সমাজের অন্য অনগ্রসর মানুষের জন্য স্বাস্থ্য পরিকাঠামো ছিল বিমানির্ভর নড়বড়ে ব্যবস্থা, যেখানে রাষ্ট্রের কোনও দায়দায়িত্ব ও ভূমিকা ছিল না। কোভিড ১৯-এর সদ্য-এই মহামারির আক্রমণ আরও প্রমাণ করে দিয়েছে। এই মহামারির আক্রমণ আরও প্রমাণ করল প্রথম বিশ্বের বিজ্ঞান-বিরোধী রাষ্ট্রব্যবস্থার প্রকাণ্ড অসারতা। অথচ বিজ্ঞানচেতনাই হল সামাজিক জনজীবনের ভিত্তি। সামাজিক শাসন জন্য দেয় গণতন্ত্রের ব্যাখ্যাকল। এই করেনে পুঁজিবাদ জনমানসে ও মানুষের সামাজিক জীবনযাপনে বিজ্ঞানচেতনের প্রসার পছন্দ করে না। এমনকি রাষ্ট্রের উৎপাদন নীতি নির্ধারণের ক্ষেত্রেও তারা বিজ্ঞানকে উপেক্ষা করে। কিছুদিন আগে আন্তর্জাতিক আবহাওয়া সম্মেলনে মার্কিন রাষ্ট্রপ্রধানের বিবৃতি থেকেও এই অভিযোগটি খুব স্পষ্ট হয়েছিল। তিনি সেসময় আমেরিকান বিজ্ঞানীদের কোভিড-১৯ সম্পর্কিত সতর্কতাকে উপহাস করেছিলেন। প্রজেক্ট করেননি তাঁদের আবেদনে।

ভারতেও বিজ্ঞানবিরোধী, এমনকি স্বাস্থ্যের পক্ষে বিপজ্জনক গোবর, গোমূত্র ইত্যাদি সেবন করার পরামর্শ দিয়েছেন অনেক উচ্চপদাধিকারী এবং নির্বাচিত কিছু জনপ্রতিনিধি। অসুখ হলে তাঁরাই কিন্তু চিকিৎসকের সাহায্য চেয়ে হাসপাতালে ভর্তি হতে দ্বিধা করেন না। দেরিও করেন না। কোভিড-১৯ আমেরিকা ও তার সহচর ইউরোপের দেশে দেশে রাষ্ট্রনায়কদের আবার বিজ্ঞানের হাত ধরতে বাধ্য করল। কোভিড অতিমারির চিকিৎসার জন্য ওষুধ শিল্পের বাধ্যবাধকতার পাশাপাশি চিকিৎসা ও স্বাস্থ্য পরিকাঠামোকে সুবিন্যস্ত করা, ভ্যাকসিন আবিষ্কারকে উৎসাহদান, ওষুধ শিল্পকে এই চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি দাঁড় করানো ইত্যাদি সামাজিক কাজে তাদের ঝাঁপিয়ে পড়তে হয়েছে বিজ্ঞানের হাত ধরে। তাছাড়া উপযুক্ত প্রযুক্তির যোগ করছে তারা, যার সাহায্যে এই মহামারিকে প্রতিরোধ করার প্রতিষেধক আবিষ্কার করা যায়। করোনা সংক্রমণ নিশ্চিত হওয়ার জন্য পরীক্ষার ব্যবস্থাও এতদিন ছিল অত্যন্ত দুর্বল। আমাদের দেশে তো বলাই বাহুল্য, সেই ব্যবস্থা ছিল অত্যন্ত নিম্নমানের। প্রথম বিশ্বের উন্নত দেশগুলিতেও টেস্ট কিট ইত্যাদি মুষ্টিমেয়, অতিধনী ছাড়া আর কারও আয়ত্তে ছিল না। এখন এই টেস্ট কিট উৎপাদনের জন্য তারা সামরিক আইনের সাহায্য নিতে বাধ্য হচ্ছে। এই দেশে বেসরকারি হাসপাতালের রমরমা ব্যবস্থা স্বাস্থ্য পরিষেবায় রাষ্ট্রের দায়বদ্ধতার ধারণাটিকেই নিশ্চিহ্ন করেছে।

সরকারি হাসপাতালে একদিকে গরিব রোগাক্রান্ত মানুষের উপচে পড়া ভিড়, অন্যদিকে অত্যন্ত দুর্বল পরিকাঠামোর জন্য বিনা চিকিৎসায় মানুষের মৃত্যু ছিল প্রকৃত বাস্তবতা। এই পরিস্থিতিতে দুরন্ত কালবৈশাখী ঝড়ের মতো কোভিড-১৯ ভাইরাসের আক্রমণে স্বাস্থ্য পরিষেবা এখন দিশেহারা। উত্তরবঙ্গের বিস্তীর্ণ অঞ্চলে কোনও টেস্টিং ব্যবস্থাই ছিল না এতদিন। অথচ জেলায় জেলায় সুপারস্পেশালিটি হাসপাতাল, পেল্লাই সব বিল্ডিং হয়েছে। কিন্তু সবই যেন মাকাল ফল। ঠনঠনে বাসনের মতো ভিতরটা ফাঁকা ও ফাঁকিতে ভরা। আজকের আঘাতের এই চ্যালেঞ্জ সরকারি স্বাস্থ্য কাঠামোকে ঢেলে সাজানো ও প্রশস্ত করার বাধ্যবাধকতা সূচিত করল। কোভিড-১৯ জনিত এই সংকট পুঁজিবাদী পথের অসারতাকেই প্রমাণ করছে। সামাজিকীকরণের পক্ষে মানুষের জীবনধারণের জন্য ন্যূনতম উপাদানের মধ্যে আছে স্বাস্থ্য পরিষেবা এবং জীবিকার নিশ্চয়তার পাশাপাশি অন্ন, বস্ত্র ও শিক্ষার অধিকার। রাষ্ট্রকে এসব মৌলিক প্রশ্নের সুষ্ঠু সমাধান করতে হলে উৎপাদন ব্যবস্থা এবং আর্থ-রাজনৈতিক কাঠামোর সমাজতান্ত্রিক পথ অনুসরণই একমাত্র বিকল্প। করোনা অতিমারির বিপদ একদিন না একদিন কেটে যাবে। আমরা হয়তো তারপর দেখব এক নতুন বিশ্ব। আন্তর্জাতিক সহযোগিতা ও বাণিজ্য সম্পর্ক, রাষ্ট্রসংঘ এবং বিভিন্ন বিশ্বসংস্থায় আমূল পরিবর্তন হয়তো দেখা যাবে সেই বিশ্বে। প্রথম বিশ্ব, দ্বিতীয় বিশ্ব, তৃতীয় বিশ্ব- সব এখন আক্রান্ত ও ধ্বংসের বিপদের মুখে। এই পরিস্থিতিতে সম্পদের সামাজিকীকরণের পথেই জনতা ভবিষ্যৎ অপেক্ষা করছে নতুন দিনের জন্য। এ দুর্যোগ কেটে যাবে নিশ্চয়ই, অন্ধকার আর কতক্ষণই বা থাকে!

লেখক উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন রেজিস্ট্রার

কোভিড-১৯ ভাইরাসের আক্রমণে স্বাস্থ্য পরিষেবা এখন দিশেহারা। উত্তরবঙ্গের বিস্তীর্ণ অঞ্চলে কোনও টেস্টিং ব্যবস্থাই ছিল না এতদিন। অথচ জেলায় জেলায় সুপারস্পেশালিটি হাসপাতাল, পেল্লাই সব বিল্ডিং হয়েছে। কিন্তু সবই যেন মাকাল ফল। ঠনঠনে বাসনের মতো ভিতরটা ফাঁকা ও ফাঁকিতে ভরা। আজকের আঘাতের এই চ্যালেঞ্জ সরকারি স্বাস্থ্য কাঠামোকে ঢেলে সাজানো ও প্রশস্ত করার বাধ্যবাধকতা সূচিত করল।